গঠনতন্ত্র

তিতুমীর হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বুয়েট

০১। নাম:

সংগঠনের নাম বাংলায় "তিতুমীর হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বুয়েট"

সংগঠনের নাম ইংরেজিতে "Titumir Hall Alumni Association of BUET"

০২। কার্যালয় ও ঠিকানা:

সংগঠনের কার্যালয় বুয়েট ক্যাম্পাসের তিতুমীর হলে অবস্থিত হবে।

০৩। মনোগ্রাম:

এই সংগঠনের একটি মনোগ্রাম থাকবে।

০৪। সংগঠনের প্রকৃতি:

বুয়েট এর সকল অনুষদে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী যারা ডিগ্রীপ্রাপ্ত অথবা ডিগ্রী পাওয়ার কথা ছিলো এবং যারা তিতুমীর হলে আবাসিক ছিলেন অথবা অনাবাসিক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন, তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরী ও অরাজনৈতিক সংগঠন।

০৫। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

ক) তিতুমীর হলের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

খ) সদস্যদের ও তাদের পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বমূলক সৌহার্দ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাবেশ ও পূনর্মিলনীর আয়োজন করা।

গ) প্রয়োজনে দুস্থ সদস্য ও তাদের পরিবারকে সহযোগিতা প্রদান।

ঘ) জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরী পেশায় নিয়োজিত দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পেশাগত সংগঠন সমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।

ঙ) সদস্যদের পেশাগত মান উন্নয়নে ও কারিগরী দক্ষতার বিকাশ সাধনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

চ) সামাজিক প্রয়োজনে মানবিক কাজে অংশগ্রহণ করা।

ছ) স্থায়ী আর্থিক তহবিল করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা:

- হলের অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি প্রদান।
- হলের অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।
- হলের শিক্ষার্থীদের বইপত্র প্রদান করা।
- বিপদগ্রস্থ ছাত্রকে সাহায্য করা।
- জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি আত্মীকরণ, নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের অংশীদার হওয়া।
- সকল সদস্যের একটি সম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরী করা এবং নিয়মিত সেটি হালনাগাদ রাখা।
- BUET Alumni- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান।

০৬। সদস্যপদঃ

৬.১ বুয়েট এর সকল অনুষদে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী যারা ডিগ্রীপ্রাপ্ত অথবা যাদের ডিগ্রী পাওয়ার কথা ছিলো এবং যারা তিতুমীর হলে আবাসিক কিংবা অনাবাসিক ছিলেন তারা সাধারণভাবে এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৬.১.১ তিতুমীর হল নামকরণের পূর্বে যারা এই হলে আবাসিক কিংবা অনাবাসিক ছিলেন তারাও সাধারণভাবে এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৬.২ অনুচ্ছেদ ৬.১ এবং ৬.১.১ শর্তাদি পুরণ সাপেক্ষে যে কেউ এককালীন ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করলে আজীবন সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন।

৬.৩.১ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে যোগ্য বিবেচনায় তিতুমীর হলের আবাসিক/ অনাবসিক শিক্ষার্থী ছিলেন, এমন কোন বিশিষ্ট প্রকৌশলী/ স্থপতি/ পরিকল্পনাবিদকে এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করতে পারবে।

৬.৩.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে যোগ্য বিবেচনায় তিতুমীর হলের আবাসিক/ অনাবসিক শিক্ষার্থী ছিলেন, এমন অনধিক ৬ ব্যক্তিকে এই সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করতে পারবে।

৬.৩.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে যোগ্য বিবেচনায় তিতুমীর হলের আবাসিক/ অনাবসিক শিক্ষার্থী ছিলেন, এমন কোন বিশিষ্ট প্রকৌশলী/ স্থপতি/ পরিকল্পনাবিদকে এই সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত করতে পারবে।

৬.৩.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে যোগ্য বিবেচনায় তিতুমীর হলের আবাসিক/ অনাবসিক শিক্ষার্থী ছিলেন, এমন অনধিক ৬ ব্যক্তিকে এই সংগঠনের উপদেষ্টা মনোনীত করতে পারবে।

৬.৪ বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) গৃহীত সিদ্ধান্তমতে যে কোন ব্যক্তিকে সম্মানিত সদস্য পদ প্রদান করা যেতে পারে; তবে তিনি ভোট দেয়ার অধিকারী হবেন না।

০৭। তহবিলঃ

সংগঠনের আর্থিক সামর্থ তৈরীতে নিম্নোক্তভাবে তহবিল গঠন হতে পারেঃ

৭.১ সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদা (অক্টোবরের মধ্যে পরিশোধ্য)।

৭.২ অনুদান - যে কোন প্রকৌশলী/ স্থপতি/ পরিকল্পনাবিদ বা প্রতিষ্ঠান থেকে।

৭.৩ বিজ্ঞাপন বাবদ যে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান থেকে।

৭.৪ সামাজিক/ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্য সভার টিকেট, কার্ড, স্যুভেনির এর বিনিময় মূল্যের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য অর্থ।

উল্লেখ থাকে যে, কোন সদস্য/সদস্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংগঠনের নামে অননুমোদিত কোনরূপ অর্থ সংগ্রহ বা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।

০৮। কার্যকরী পরিষদঃ

৮.১ **প্রধান সমন্বয়ক :** হল প্রভোস্ট, তিতুমীর হল (পদাধিকার বলে) কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক হবেন।

৮.২সংগঠনের নিয়মিত ও সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের পদবন্টন নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) সভাপতি	= ১ জন
(খ) সহ-সভাপতি (১, ২)	= ২ জন
(গ) সাধারণ সম্পাদক	= ১ জন
(ঘ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (১,২)	= ২ জন
(ঙ) কোষাধ্যক্ষ	= ১ জন
(চ) কারিগরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক	= ১ জন
(ছ) সাংস্কৃতিক ও কল্যাণ সম্পাদক	= ১ জন
(জ) দপ্তর সম্পাদক	= ১ জন
(ঝ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	= ১ জন
(ঞ) আন্তর্জাতিক সম্পাদক	= ১ জন
(ট) নির্বাহী সদস্য	= ১১ জন (কোন স্নাতক বৎসরের একজনের বেশি সদস্য হবেন না)
(ঠ) পূর্বতন (immediate past) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক	= ২ জন
মোট	= ২৫ জন

৮.৩ মেয়াদ ও সভা

৮.৩.১ নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে ২ বছর। নির্বচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে নতুন কমিটি পুরাতন কমিটির নিকট থেকে দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করবে।

৮.৩.২ কমিটির মেয়াদের শুরু নির্বাচন পরবর্তী বছরের জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে অনিবার্য পরিস্থিতিতে নির্বাহী পরিষদ মেয়াদ শুরু কিংবা শেষের সময় সংশোধন করতে পারবে।

৮.৩.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ অবস্থায় প্রতি ২ মাস অন্তর একবার অনলাইনে অথবা স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বশরীরে সভায় মিলিত হবে' এবং সভায় কোরামের জন্য ৮ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

৮.৩.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার জন্য সাধারণত ৭ দিনের নোটিশের প্রয়োজন হবে; তবে জরুরী প্রয়োজনে সভাপতির সম্মতিক্রমে কম সময়ের নোটিশে সভা আহ্বান করা যেতে পারে।

৮.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্যপদ

৮.৪.১ কোন পদাধীকারী ব্যক্তি সভাপতি বরাবরে লিখিতভাবে অব্যাহতি চাইলে অথবা পদত্যাগ করলে।

৮.৪.২ কোন পদাধীকারী ব্যক্তি লিখিত অবহিতকরণ ব্যতীত পরপর তিনটি সভায় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে।

৮.৫ শূন্যস্থান পূরণ

৮.৫.১ সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, সভাপতির দায়িত্ব অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পালন করবেন।

৮.৫.২ অনুরূপভাবে সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

৮.৫.৩ অন্যান্য শূন্য পদের ক্ষেত্রে (খ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ঠ) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে পদগুলো পূরণ করা হবে।

৮.৫.৪ (ট) এর শূন্য পদের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে থেকে Co-opt করতে পারবে।

০৯। দাপ্তরিক কার্যাবলী:

৯.১ সভাপতি

৯.১.১ সভাপতি সংগঠনের গঠনতান্ত্রিক প্রধান।

৯.১.২ তিনি সংগঠনের সকল সাধারণ সভা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

৯.১.৩ জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি বাজেটের অতিরিক্ত কোন খাতে অর্থ বরাদ্দ করতে পারবেন, যা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৯.১.৪ তিনি ১০.১ অনুচ্ছেদের বর্ণনামতে সংগঠনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা তথা যৌথভাবে চেক স্বাক্ষর করবেন এবং সংগঠনের অর্থ সঠিক ও যথাযথ ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

৯.২ সহ-সভাপতি

৯.২.১ সহ-সভাপতিগণ সভাপতিকে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

৯.২.২ সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারের সহ-সভাপতি সকল সভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৯.২.৩ সভাপতি/সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে হতে যে কোন সদস্যকে সভাপতি মনোনীত করে সভার কার্য পরিচালনা করা হবে। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৯.৩ সাধারণ সম্পাদক

৯.৩.১ সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের নির্বাহী প্রধান।

৯.৩.২ তিনি অপরাপর সকল সম্পাদকের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করবেন। সম্পাদকগণ তাঁর পরামর্শক্রমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।

৯.৩.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সকল কাজকর্মের দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

৯.৩.৪ তিনি সভাপতির সম্মতিক্রমে সভার নোটিশ জারী, নির্বাহী পরিষদের এবং সাধারণ পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণ ও বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন।

৯.৩.৫ তিনি নিজ দায়িত্বে সংগঠনের প্রয়োজনে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। অতিরিক্ত ব্যয় হলে নির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৯.৩.৬ তিনি সদস্যবৃন্দের যাবতীয় অসুবিধা ও অভিযোগের প্রতি নজর রাখবেন এবং তা সাধ্যমত সমাধানের উদ্যোগ নিবেন। অবস্থা ও প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন।

৯.৩.৭ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, সম্পাদকের দায়িত্ব বন্টন, নিরীক্ষক নিয়োগ করবেন।

৯.৩.৮ তিনি সংগঠনের সকল দলিলপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন।

৯.৪ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

৯.৪.১ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করবেন তিনি তা পালন করবেন।

৯.৪.২ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতি কিংবা অপারগতায় তিনি নির্বাহী পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

৯.৪.৩ ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৯.৫ কোষাধ্যক্ষ

৯.৫.১ তিনি সংগঠনের তহবিল সুষ্ঠু সংরক্ষণের পূর্ণ দায়িত্বে থাকবেন। নির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় তিনি চাঁদা ও তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব পরিচালনা করবেন।

৯.৫.২ সংগঠনের তহবিল ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশের জন্য নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

৯.৫.৩ তিনি সংগঠনের তাৎক্ষণিক জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য পরিষদ কর্তৃক ধার্য্যকৃত অংকের অর্থ নিজ দায়িত্বে নগদে রাখতে পারবেন।

৯.৬ কারিগরি ও সাংগঠনিক সম্পাদক

৯.৬.১ তিনি সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা, সেমিনার ও কারিগরি কার্যক্রম পরিচলনার সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

৯.৬.২ নতুন সদস্য সংগ্রহ কাজে তিনি মনোযোগী হবেন এবং সাংগঠিকভাবে সংগঠনকে শক্তিশালী করার নিরন্তর প্রয়াস গ্রহণ করবেন।

৯.৭ সাংস্কৃতিক ও কল্যাণ সম্পাদক

৯.৭.১ তিনি বিভিন্ন সময়ে আর্থ-সামাজিক, বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সামগ্রিক আয়োজন এবং পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

৯.৭.২ সংগঠনের সকল সদস্য ও তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও সামাজিক সৌহার্দ বাড়ানোর পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৯.৮ দপ্তর সম্পাদক

৯.৮.১ তিনি সদস্যদের ডাটাবেজ প্রস্তুত ও হালনাগাদ, সদস্যদের ঠিকানা নিয়মিত সংশোধন, প্রাপ্ত চিঠিপত্রের জবাব প্রস্তুত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, শোকবার্তা, অভিনন্দন জ্ঞাপন ইত্যাদি বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯.৮.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার কার্যবিবরণী তৈরী, যাবতীয় নথিপত্র ও দপ্তর উপকরণাদি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৯.৯ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

৯.৯.১ তিনি সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে সংগঠনের কর্মকান্ড প্রচার সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

৯.৯.২ সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে একটি সময়িকী/পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা নিবেন।

৯.৯.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি সম্পাদনা পরিষদ গঠন ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।

৯.৯.৪ বিভিন্ন সময়ে সংগঠনের স্মরণিকা, বিজ্ঞাপন, বার্ষিকীসহ বিভিন্ন প্রকাশনার দায়িত্বে থাকবেন।

৯.১০ আন্তর্জাতিক সম্পাদক

৯.১০.১ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্য সকল প্রকৌশলী-স্থপতির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবেন।

৯.১০.২ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সংগঠন-সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

৯.১১ কার্যনির্বাহী সদস্য

৯.১১.১ সকল সদস্য নির্বাহী পরিষদের সভায় নিয়মিত যোগদান করবেন। প্রত্যেক সদস্যকে কোন না কোন বিভাগীয় সম্পাদকের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে।

৯.১১.২ কমিটির সদস্যগণ সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন এবং সভায় কোনো প্রস্তাব গ্রহণ, বর্জন, সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সতর্ক ও বিজ্ঞ ভূমিকা পালন করবেন।

১০. তহবিল পরিচালনা

১০.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঢাকাস্থ যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংগঠনের নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হবে এবং তা সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের যে কোন একজন এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্টটি পরিচালিত হবে।

১১। বাৎসরিক হিসাবঃ

১১.১ বৎসরের হিসাব ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধরা হবে।

১২। বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

১২.১ সংগঠন পরিচালনায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনমতে সংগঠনের নিয়মাবলী ও কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন পুনঃপর্যালোচনা এবং গঠনতন্ত্রের, সময়ানুনাগ সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারবে।

১২.২ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য নোটিশ এবং বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব সভা অনুষ্ঠানের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে সকল সদস্যদের কাছে ডাকযোগে/ ই-মেইলে পাঠাতে হবে।

১২.৩ বার্ষিক সাধারণ সভার কোরাম হবে মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বা ৩০ জন। গঠনতন্ত্রে সংশোধন/ সংযোজন/ পরিবর্তনের জন্য উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ অথবা ৬০ জন সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হবে। অন্যান্য সিদ্ধান্ত সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হবে।

১২.৩.১ সাধারণ সভা আয়োজনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্বের ১২.৩ অনুচ্ছেদের শর্তমতে সাধারণ সভায় উপস্থিতির সংখ্যা কম হলে সভাপতি অনধিক এক ঘন্টা অপেক্ষা করবেন। এই বর্ধিত সময়েও কোরাম না হলে পরবর্তীদিন একই স্থান ও সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত সভাটি অনুষ্ঠিত হবে ও তার জন্য কোন নোটিশ জারির প্রয়োজন হবে না এবং এক্ষেত্রে কোন কোরামের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তবে শর্ত থাকে যে, উক্তদিনে সভাস্থল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকলে সভাপতি নিজ ক্ষমতাবলে বিকল্প স্থানের সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন।

১২.৪ যে কোন সদস্য গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধনের ও সংযোজনের প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করতে পারবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ উক্ত প্রস্তাব/প্রস্থাবসমূহ সাধারণ সভায় পেশ করবে। উক্ত প্রস্তাব সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে একমাস পূর্বে পেশ করতে হবে।

১৩। নির্বাচন পদ্ধতিঃ

১৩.১ নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিনমাস পূর্বে অর্থাৎ নির্বাচন বছরের পয়লা অক্টোবরের পূর্বে নির্বাহী পরিষদের সভায় যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না এমন তিন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। নির্বাচন কমিশনে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুই জন নির্বাচন কমিশনার থাকবেন। নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত এই কমিশন কার্যকর থাকবে। এই কমিশনের সদস্যগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১৩.২ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠনের নির্বাহী পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং নির্বাহী পরিষদ কমিশনকে আবশ্যকীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানসহ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করবে।

১৩.৩ নির্বাচন কমিশন প্রকৃত সদস্যদের ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ, সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন পদের জন্য জামানত/ফি নির্ধারণ এবং নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান ঘোষণা করবে। কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে মনোনয়নপত্র আহ্বান, বাছাই ও প্রত্যাহারসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩.৪ যে সকল সদস্য নির্বাচন বছরের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে আজীবন সাধারণ সদস্য হবেন শুধুমাত্র তাঁরাই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। তবে, ভোট প্রদানকালে ভোটারের পরিচিতি সনাক্তর জন্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে হবে।

১৩.৫ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বছরের ১০ নভেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ করবে এবং তা সকল সদস্যের অবগতির জন্য সংগঠনের কার্যালয়ের/হলের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিবেন।

১৩.৬ ভোটার তালিকার বিরুদ্ধে আনীত আপত্তিসমূহ তালিকা প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে পেশ করতে হবে। প্রাপ্ত আপত্তিসমূহ কমিশন পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবে এবং এই নিষ্পত্তির ৩ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে।

১৩.৭ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে নির্বচনে আগ্রহী প্রার্থী একজন ভোটারের লিখিত প্রস্তাব ও অপর একজন ভোটারের লিখিত সমর্থন সম্বলিত 'মনোনয়নপত্র' নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন কমিশনের নিকট দাখিল করতে হবে।

১৩.৮ মনোনয়ন প্রত্র গ্রহণের শেষ তারিখের পরবর্তী দিনে সেগুলো বাছাই করা হবে। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় প্রার্থী বা প্রার্থীর প্রস্তাবক/সমর্থক বা প্রার্থী কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন। কমিশন উপস্থিত সকলের সম্মুখে মনোনয়পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং কেউ কোনো মনোনয়নপত্র সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করলে তা শ্রবণ ও নিষ্পত্তি করবে। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩.৯ বাছাইয়ের পরবর্তী দুইদিনের মধ্যে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী লিখিত আবেদনের মাধ্যমে তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরদিন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে। কোন পদে চূড়ান্ত প্রার্থী সংখ্যা সংশ্লিষ্ট পদ সংখ্যার অধিক না হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে কমিশন ঘোষণা করতে পারবে।

১৩.১০ ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ভোট সম্পন্ন করতে হবে।

১৪। নির্বাচন, ফলাফল:

১৪.১ প্রতি ২ বছর অন্তর নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণভাবে নির্বাচন শুধুমাত্র গোপন ব্যালটের মাধ্যমে হবে।

১৪.২ নির্বাচন অনুষ্ঠানের এবং ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরে ভোট গণনা শুরু করে ঐ দিনই ফলাফল ঘোষণা করতে হবে। যদি বিশেষ কারণে তা সম্ভব না হয়, তাহলে নির্বাচন সমাপ্তির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করতে হবে।

১৫। সভা সংগঠনের বিধান:

সাধারণ পরিষদের সভা দুই ধরণের হবে: (ক) বার্ষিক সাধারণ সভা, (খ) বিশেষ সাধারণ সভা।

১৫.১ প্রতি বছর অন্তত একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনবোধে মধ্যবর্তী সময়েও এক বা একাধিকবার জরুরি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে। এরপরও সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১৫.২ নোটিশ

সাধারণ পরিষদের সভা ১৫ দিনের ও জরুরি সভা ১০ দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সাধারণ ডাক, ই-মেইল ও SMS যোগে সদস্যদের নিকট পোঁছানোর এবং website এ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬। হিসাব সংরক্ষণঃ

সংগঠনের যাবতীয় আয় ও ব্যয় অবশ্যই এক বা একাধিক হিসাব বইতে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে যে কোনো সময়ে সংগঠনের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে কোনো সদস্য অবহিত হতে পারেন।

১৭। হিসাব নিরীক্ষাঃ

সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মনোনীত চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম বা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বছরে কমপক্ষে একবার সংগঠনের যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করতে হবে। ১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংগঠনের আর্থিক বছর হিসেবে গণ্য হবে। নির্বাহী পরিষদ অডিটরের মন্তব্যসহ অডিট রিপোর্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবে।

১৮। গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ

সংগঠনের গঠনতন্ত্র অথবা তার যে কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন, বাতিল অথবা সংশোধন, এককথায় নূতন কিছু করতে হলে বার্ষিক সাধারণ সভা, জরুরী বা বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ ধরণের সাধারণ সভার নির্ধারিত তারিখের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন প্রস্তাবাদির খসড়া সদস্যদের নিকট পাঠাতে হবে।

১৯। অনাস্থা প্রস্তাবঃ

সংগঠনের আজীবন সদস্যদের শতকরা ত্রিশ ভাগ সদস্য ঐক্যমত্যে পৌঁছালেই কেবল নির্বাহী পরিষদ বা নির্বাহী পরিষদের কোনো কর্মকর্তা/সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে। তবে এই সম্পর্কে তাঁরা সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদককে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করবেন। সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক অবহিত হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। অনাস্থা প্রস্তাব বিবেচনা করতে হলে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সদস্যকে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উক্ত অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলে সেটি গৃহীত হবে।

২০। গঠনতান্ত্রিক সংকট, অন্যান্য সংকট এবং মামলাঃ

যে কোনো কারণে গঠনতান্ত্রিক সংকট বা অন্য কোনোরূপ সংকট সৃষ্টি হলে কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে সংগঠন যদি অনিবার্য কারণবশতঃ মামলা মোকদ্দমার সম্মুখীন হয় বা এতে জড়িয়ে পড়ে, তবে উপদেষ্টা পরিষদ এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড (যদি গঠিত হয়) ও নির্বাহী পরিষদের যৌথ সভা আহ্বান করবেন। উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে যৌথসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২১। অসুবিধা দূরীকরণঃ

গঠনতন্ত্রের কোন বিধানে অস্পস্টতা অথবা কোনো বিষয়ে বা কার্যক্রম সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে কোন কিছু উল্লেখ না থাকার কারণে অসুবিধা দেখা দিলে তা' দূরীকরণ বা উক্ত বিধান, বিষয়াদি বা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড (যদি গঠিত হয়) ও নির্বাহী পরিষদের যৌথ সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।